তারিখ 17 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দৈনিক
আমাদের সময়

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এইচএসসি পাস!

এম এইচ রবিন ●

বিশ্ববিদ্যালয় হলেও সেই প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি। নিয়ম থাকলেও চ্যান্সেলরের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং ট্রেজারার। বিশ্ববিদ্যালয় নামসর্বস্ব সাইনবোর্ড দিয়ে এভাবেই চলছে উচ্চশিক্ষা। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গের বিবিধ তালিকা করছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। পর্যায়ক্রমে পাঠানো হচ্ছে সতর্কবার্তা, তাতে বলা হচ্ছে– নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইনের বাস্তবায়ন না হলে বাতিল হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন।

ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ বিনা অনুমতিতে খরচ করছে সিসিএন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, শৃঙ্খলা কমিটি, পাঠক্রম কমিটি এবং অর্থ কমিটি। আইনসম্মত নিয়োগ হয়নি উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষের। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই চলছে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম।

আরও ভয়ঙ্কর অবস্থা ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ার চিত্র। এইচএসসি পাস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দিয়ে চলছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের চার সেমিস্টারের ৩৫ শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে পাঠদান করেন মাত্র একজন শিক্ষক। বিভাগভিত্তিক নেই পূর্ণকালীন অধ্যাপক। নিয়ম থাকলেও চ্যান্সেলরের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) এবং ট্রেজারার। বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ঘাটতি চিহ্নিত করে আইনানুযায়ী তিন মাসের সতর্ক বার্তা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইউজিসির সুপারিশের প্রেক্ষিতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খোঁজখবর নিচ্ছে ইউজিসি। কোথায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে সতর্কবার্তা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইনে ঘাটতি পূরণ না হলে বাতিল হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন।

জানা গেছে, গত ৬ আগস্ট বনানীতে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ার ক্যাম্পাস আকস্মিক পরিদর্শনে যায় ইউজিসির চেয়ারম্যান আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। এ সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার কাউকেই ক্যাম্পাসে পাননি। সরেজমিন নানা অনিয়ম ধরা পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠায় ইউজিসি। দেড় বছর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়টিকে শিক্ষার মান বাড়াতে সুপারিশ করা হয়েছিল। ইউজিসির প্রতিবেদনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠায়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সতর্কবার্তা দিয়ে তিন মাস সময় দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে আইনের বাস্তবায়ন না হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারি করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ার ১৫টি বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে। এগুলো হলো– বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তিপত্রে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া এতে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিওটি গঠন ও নিবন্ধনই যথাযথ হয়নি। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারারও নেই; একজন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য থাকলেও তার নিয়োগ বৈধ নয়। সিন্ডিকেটের কোনো সভা হয় না, গঠন করা হয়নি একাডেমিক কাউন্সিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী কমিটি গঠন করা হয়নি। ইউজিসির শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক পূর্ণকালীন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপকও নেই। আইনানুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়নি কর্মকর্তা। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে এইচএসসি পাস একজন রয়েছেন, যিনি ট্রান্সক্রিপ্ট সার্টিফিকেট রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। গবেষণার জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ ও ল্যাবরেটরি নেই, গ্রন্থাগারও সমৃদ্ধ নয়। ইউজিসির ই-লাইব্রেরির সদস্যও হয়নি। বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সেমিস্টারের ৩০ থেকে ৩৫ শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে করে ক্লাস নেন মাত্র একজন শিক্ষক। ইউজিসির শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দেশনাও মানা হয়নি, কোনো আবেদন করেনি সমাবর্তনের জন্য।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমএ ওয়াদুদ মণ্ডল আমাদের সময়কে জানান, আইনানুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য গত বছরের জুনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। এর কোনো সুরাহা না হওয়ায় তিনি ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এইচএসসি পাস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে ওয়াদুদ মণ্ডল বলেন, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর নিই। তবে আগে ছিল কি না জানা নেই। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে আমি এখানে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এ ছাড়া উপাচার্য নিয়োগ না পাওয়ায় সমাবর্তনের তারিখ ঘোষণা করতে পারছেন না বলেও জানান অধ্যাপক ড. এমএ ওয়াদুদ মণ্ডল। আর চার সেমিস্টারের শিক্ষার্থীর ক্লাস একসঙ্গে নেওয়া কোনো সমস্যা নয় বলেও দাবি করেন তিনি।

প্রায় একই ঘাটতি রয়েছে সিসিএন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির। চিঠিতে বলা হয়– বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ২৫ হাজার বর্গফুটের অবকাঠামো থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ১৩ হাজার বর্গফুটের নির্মাণাধীন একটি ভবন রয়েছে। শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য নেই পর্যাপ্তসংখ্যক শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরিসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোনো শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে অধ্যায়নের সুযোগ দেওয়া হয় না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের কোনো নিয়োগপত্র নেই। ইউজিসির টিম বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে কোনো নিরাপত্তা প্রহরী কিংবা সিসি ক্যামেরাও দেখতে পায়নি, এমনকি প্রতিষ্ঠানের কোনো সীমানাপ্রাচীরও নেই। আইনানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত তহবিলে তিন কোটি টাকা ব্যাংকে এফডিআর রাখার বিধান আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত তহবিলের সেই অর্থ বিনা অনুমতিতে পর পর দুবার উঠানো হয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ন্যাশনাল ব্যাংকের আটি বাজার শাখায় দেড় কোটি টাকার টার্ম ডিপোজিট রাখা হয়েছে। ইউজিসির পরিদর্শনের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় বলেও সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে।

কুমিল্লার কোটবাড়ী এলাকায় অবস্থিত সিসিএন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয় ২০১৪ সালের ১২ অক্টোবর। গত সেপ্টেম্বরে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়টি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। ইউজিসি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার ক্ষমতা না থাকায় চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল।